সাহিত্যের রূপ-রীতি ঃ কমেডি

প্রশ্ন ক্লাসিসিজম্ কথাটির অর্থ কি?

উঃ। ক্লাসিসিজম্ কথাটির অর্থ হল চিরন্তনত্ব এবং উৎকর্ষতাযুক্ত বস্তু।

প্রশ্ন কমেডি শব্দের বাংলা পরিভাষা কি?

উঃ। মিলনাত্মক।

প্রশ্ন রবীঠাকুরের দুটি কমেডি নাটকের উদাহরণ দাও।

উঃ। বৈকুণ্ঠের খাতা ও চিরকুমার সভা।

প্রশ্ন কোথায় কমেডির উদ্ভব ঘটেছে?

উঃ। গ্রীসে।

প্রশ্ন কোন্ শব্দ থেকে কমেডির উদ্ভব ঘটেছে?

উঃ। কোমাস।

প্রশ্ন কমেডি উদ্ভবের সঙ্গে গ্রীসের কোন্ দেবতার নাম সংযুক্ত রয়েছে?

উঃ। গ্রীসের শস্য দেবতা ভায়োনিসাস।

প্রশ্ন ফ্যালিক গান কি?

উঃ। গ্রীসের শস্য দেবতা ভায়োনিসাস-এর শীতকালীন পূজা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা সহকারে হাস্য পরিহাস যুক্ত এক প্রকারের গান গাওয়া হত। এই গানগুলোকে ফ্যালিক গান বলা হত।

প্রশ্ন কোথায়, কার হাতে কমেডির সূচনা হয়?

উঃ। সিসিলিতে এ.পি.খারমুনুস-এর হাতে।

প্রশ্ন এথেন্সে কমেডির বিষয়বস্তু কে গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ। ক্রাতেস।

প্রশ্ন প্রাচীন গ্রীসে নিওকমেডির রচয়িতা কে?

উঃ। মিনাণ্ডার।

প্রশ্ন প্রাচীন গ্রীসের কমেডির রচয়িতা কে?

উঃ। অ্যারিস্টোফেনিস।

প্রশ্ন অ্যারিস্টোফেনিসের কতকগুলো কমেডি উল্লেখ কর।

উঃ। 'দি ক্লাউড', 'দি ফ্রগ', 'দি নাইট'।

প্রশ্ন উইলিয়ম শেক্সপীয়রের কয়েকটি কমেডি উল্লেখ কর।

উঃ। এ্যাজ ইউ লাইক ইট, এ মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিম ইত্যাদি।

প্রশ্ন ইংরেজি সাহিত্যে কয়েকজন কমেডিকারের নাম দাও।

উঃ। ইউলিয়ম শেক্সপীয়র, রিচার্ড স্টিল, হিউকেলি, সেরিওম, গোল্ডস্মিথ, ইবসেন, বার্নাড শ প্রমুখ।

প্রশ্ন কালিদাসের কয়েকটি কমেডি উল্লেখ কর।

Scanned with CamScanner

উঃ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

প্রশ্ন সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকজন কমেডিকারের নাম দাও।

উঃ। কালিদাস, শূদ্রক, ভাস, শ্রীহর্ষ।

প্রশ্ন সর্বপ্রথম কোন দুটি নাটকে বাংলা সাহিত্যে কমেডির উপকরণ দেখা যায়?

উঃ। সর্বপ্রথম মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটকে।

প্রশ্নের মান—২

প্রশ্ন কমেডির সংজ্ঞা দাও।

উঃ। সাধারণত মিলনাত্মক নাটককে কমেডি বলে। সমালোচকের মতে, গদ্য, ফিক্সন, সর্বনাত্মক কবিতাতে কমেডি হয়। ফিল্ডিং-এর মতে, অযোগ্য মানুষের আস্ফালন ও আত্মম্ভরিতাই কমেডির প্রাণ। কমেডি হল মানব চরিত্রের একটি কৌতুকাবহ দিকের পরিস্ফুটন।

প্রশ্ন কমেডির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উঃ। ১. কমেডিতে সাধারণত মানুষের জীবনের অনুকরণ থাকে। ২. হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের বিচিত্র অসঙ্গতিকে কমেডিতে তুলে ধরা হয়। ৩. কমেডিতে অতি পরিচিত সামাজিক পরিবেশ প্রকাশিত হয়। ৪. কমেডি হল হাল্কা চালের নাটক; কিন্তু সুরমধুর। ৫. কমেডিতে নান্দনিক সৌন্দর্য থাকে।

প্রশ্ন কমেডিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

উঃ। কমেডিকে মোট ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—ক্লাসিক্যাল কমেডি, রোমান্টিক কমেডি, সামাজিক কমেডি, অ্যাটায়ারিক কমেডি, ট্রাজিক কমেডি, ফার্স।

প্রশ্ন এম.এইচ.আব্রামস্ কমেডিকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন ও কি কি?

উঃ। চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— রোমান্টিক কমেডি, কমেডি আব ম্যানার্স, স্যাটায়ারিক কমেডি, কার্য বা প্রহসন।

প্রশ্ন ক্লাসিক্যাল কমেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। অ্যারিস্টোফেনিসের 'দি ক্লাউড', 'দি নাইটস্'; শেক্সপীয়রের 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম' ইত্যাদি।

প্রশ্ন রোমান্টিক কমেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। রবীঠাকুরের 'চিরকুমার সভা'; প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ'; রথীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ইত্যাদি।

প্রশ্ন সামাজিক কমেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। উইলিয়ম কনগ্রিভের 'দি ওল্ড ব্যাচেলর', 'লাভ ফর লাভ'; প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'; অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়'; রবীঠাকুরের 'অচলায়তন'।

প্রশ্ন স্যাটায়ারিক কমেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। জনসনের 'এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার', 'এভরি ম্যান আউট অফ হিজ হিউমার'; দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুর্নজন্ম'।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন কয়েকটি ফার্স বা প্রহসনের উদাহরণ দাও।

উঃ। ড্রাইডেনের 'দি স্পানিশ ফ্রায়ার'; বেন জনসনের 'ভলপোন'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার'; জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' ইত্যাদি।

প্রশ্ন শেক্সপীয়রের ট্রাজি কমেডির একটি উদাহরণ দাও।

উঃ। শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' হল একটি ট্রাজি কমেডি।

প্রশ্ন কমেডি অব শ্যানার্সের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উঃ। কনগ্রীভের 'দি ওয়ে অব্ দি ওয়ার্ল্ড'; উইচালির 'দি কানট্রি ওয়াইফ্'; অলিভার গোল্ডস্মিথের 'শী স্টুপস্ টু কংকার'; রিচার্ড শেরিডজনের 'দি রাইভ্যাসল্', 'এ স্কুল ফর স্কাণ্ডাল'; জর্জ বার্নাড শ-এর 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রোফেশন'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'; অমৃতলাল বসুর 'কালাপানি'; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ইত্যাদি।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি উচ্চাঙ্গ কমেডির দৃষ্টান্ত দাও।

উঃ। অমৃতলাল বসুর—'নবযৌবন', 'মাসদখল', 'তাজ্জব ব্যাপার'; রবীঠাকুরের—'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা'; শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বন্ধু' প্রমথনাথ বিশীর—'মৌচাকে ঢিল', 'ভূতপূর্ব স্বামী'; বনফুলের 'কঞ্চি' ইত্যাদি।

প্রহসন বা ফার্সঃ—

প্রশ্ন প্রহসন বা ফার্স কাকে বলে?

উঃ। যে নাটকে স্থূল ভাঁড়ামি এবং হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে সামাজিক ভ্রষ্টাচারের শূলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হানা হয় তাকে প্রহসন বা ফার্স বলে।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি প্রহসনের উদাহরণ দাও।

উঃ। মধুসূদনের— 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'; দীনবন্ধুর— 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি।

প্রশ্ন ফার্স বা প্রহসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দাও।

উঃ। ক) প্রহসন হল ব্যঙ্গ নাটক। সামাজিক ভ্রষ্টাচারকে তুলে ধরে তার মূলে আঘাত করাই হল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

খ) প্রহসনে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি হয়।

গ) প্রহসন হল নিম্নমানের বা স্থূল রুচির কমেডি।

ঘ) প্রহসনের চরিত্রগুলো হল প্রতিটি টাইপ চরিত্র।

ঙ) প্রহসনের চিরন্তন কাব্যসৌন্দর্য থাকে না; তাতে মন ও মননের কোন ব্যবস্থাও থাকে না।

প্রশ্ন 'ফার্স' (farce) শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়?

উঃ। ল্যাটিন 'farsus' (যার অর্থ 'stuffed') থেকে 'farce' শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্ন ফার্স-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে কোন্‌টি স্বরস্মীয়?

উঃ। ব্র্যানডন টমাস কৃত 'Charley's Aunt'।

Scanned with CamScanner

ট্রাজেডি

প্রশ্ন **কোন গ্রন্থে সর্বপ্রথম ট্রাজেডি কথাটি পাওয়া যায়?**

উঃ। গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রণীত 'দি প্রোয়েটিকস্' গ্রন্থে।

প্রশ্ন **ট্রাজেডির উদ্ভব কোন্ দেশে?**

উঃ। গ্রীস।

প্রশ্ন **গ্রীক্ ট্রাজেডির প্রথম সাহিত্যিক কে?**

উঃ। থেসপিস।

প্রশ্ন **ট্রাজেডি শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়?**

উঃ। ট্রাজেডি শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক 'এাগোদিয়া' (Tragoidia) থেকে, যার মূল অর্থ ছিল 'ছাগলের গান'। মনে করা হয়ে থাকে যে যখন অভিনেতারা ছাগচর্ম পরিধান করে অভিনয় করতেন, সেই সময় থেকেই শব্দটি কোন সূত্রে প্রচলিত হয়েছিলো। ডায়নোমীয় উৎসবের ধর্মীয় আচারের কাঠামো থেকেই জন্ম নিয়েছিলো 'ট্রাজেডি' নামক নাট্যরোগ, যাতে রাজপুরুষ তথা পুরাণকথিত বীরদের কীর্তিসমূহ, দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং বিনাশ তুলে ধরা হত।

প্রশ্ন **প্রথম গ্রীক ট্রাজেডি কি উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছিল?**

উঃ। দেবদেবীর উপাখ্যান নিয়ে।

প্রশ্ন **একটি প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডির নাম কর।**

উঃ। সফোক্লিসের 'ইডিপাস দ্য কিং'।

প্রশ্ন **কোন সময় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ট্রাজেডি লেখা শুরু হয়?**

উঃ। ষোড়শ শতক থেকে।

প্রশ্ন **ইংরেজি সাহিত্যে কয়েকজন ট্রাজেডিকারের নাম লেখ।**

উঃ। মারলো চ্যাপমান, টমাস কীড, মিডলটন, দানিয়েল ওয়েবস্টার প্রমুখ।

প্রশ্ন **বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ট্রাজেডিকারদের নাম কর।**

উঃ। আর্থার মিলার, স্যামুয়েল ব্যাকেট প্রমুখ।

প্রশ্ন **কখন গদ্যসাহিত্যে ট্রাজেডি আত্মবিকাশ লাভ করে।**

উঃ। অষ্টাদশ শতাব্দী।

প্রশ্ন **বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ট্রাজেডি কোন্‌টি?**

উঃ। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক।

প্রশ্ন **অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির কোন্ উপাদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন?**

উঃ। প্লট বা কাহিনীর উপর।

প্রশ্ন **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি বিখ্যাত ট্রাজেডির নাম কর।**

উঃ। 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত'।

প্রশ্ন **গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুটি বিখ্যাত ট্রাজেডি কি?**

উঃ। 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' এবং ',জনা'।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক কি?

উঃ। জি.সি.গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'।

প্রশ্ন রবীঠাকুরের কয়েকটি ট্রাজেডির নাম দাও।

উঃ। 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'রাজা ও রানী'।

প্রশ্ন শেক্সপীয়রের কয়েকটি ট্রাজেতডি কি?

উঃ 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'ম্যাক্‌বেথ', 'রোমিও জুলিয়েট', 'কিং লিয়র'।

প্রশ্নের মান—২

প্রশ্ন ট্রাজেডির সংজ্ঞা দাও।

উঃ। শিশির কুমার দাশ গ্রীক ভাষায় রচিত অ্যারিস্টটলের '' গ্রন্থটিতে প্রদত্ত ট্রাজেডির সংজ্ঞাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন—ট্রাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়। নাটকীয়; আর এই ক্রিয়াভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধ ঘটায়।

প্রশ্ন ট্রাজেডি কি?

উঃ। বিয়োগান্তক বা বিষাদান্তক নাটক।

প্রশ্ন ট্রাজেডি কাকে বলে?

উঃ। ট্রাজেডিতে থাকে এমন এক শীর্ষব্যক্তিত্ব মানুষের অনিবার্য হেরে যাওয়ার কাহিনী, যে মানুষ স্বাতন্ত্র্য মহিমাময়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় অসামান্য কর্মতৎপর, কিন্তু অদৃষ্টের অনিবার্যতায় পীড়িত, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ও শেষ পর্যন্ত পরাভূত। তার সেই দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবন কথা যে নাটকে বাস্তব রূপে প্রতিফলিত হয়, তাকেই ট্রাজেডি বলা হয়।

প্রশ্ন ট্রাজেডির লক্ষণ কি কি?

উঃ। ক. বিষয় হবে গুরুগম্ভীর; খ. আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত প্লট থাকবে; গ. কর্মবৃত্তির অনুকরণ ঘটে; ঘ. করুণা-ভীতি সৃষ্টি করতে হবে; ঙ. ট্রাজেডির ভাষা হবে শিল্পগুন সম্পন্ন; চ. নায়ক হবেন উর্দ্ধের মানুষ; ছ. পরিণতি হবে—

১. মৃত্যু ঘটবে না, বিপর্যয় ঘটবে।

২. মৃত্যু ঘটলেও দর্শক বেদনায় স্তম্ভিত হবে।

উপাদান বা ষড়ঙ্গ— ৬ টি অঙ্গ—ষড়ঙ্গ

১.প্লট বা বৃত্ত—ক. প্লটের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

খ. প্লট থাকবে—স্থানগত ঐক্য।

কালগত ঐক্য।

বিষয়গত ঐক্য।

২. চরিত্র—চরিত্রে থাকে চারটি গুণ—ক. সততা; খ. শোভনতা; গ. সাদৃশ্য; ঘ. সঙ্গতি

৩. রচনারীতি— রচনার প্রধান গুণস্পষ্টতা।

৪. অভিপ্রায়—অভিপ্রায় হল বিশেষ পরিস্থিতির অনুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা।

৫.দৃশ্য।

৬. গান।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন অ্যারিস্টটল ও শেক্সপিয়রের ট্রাজেডির পার্থক্য লেখ।

উঃ। শেক্সপীয়র একজন ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি রচয়িতা। অ্যারিস্টটল হলেন একজন গ্রীক দার্শনিক। তিনি ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডিতে অ্যারিস্টটলের অভিমতের সঙ্গে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছেঃ—১. অ্যারিস্টটল প্লটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়র চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

২. অ্যারিস্টল ট্রাজেডিতে স্থানগত, কালগত ও ঘটনাগত—এই তিন ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়র তা করেন নি।

৩. গ্রীক ট্রাজেডির নিয়তি। কিন্তু শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে চরিত্রের মধ্যেই পতনের বীজ লুকিয়ে আছে।

৪. শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে কাহিনীতে ধীরে ধীরে এগিয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্কের কোন একটি স্থানে Climax-এ পৌঁছায়। অ্যারিস্টটল কথিত ট্রাজেডিতে এরূপ Climax নেই।

৫. শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে মঞ্চের উপরে দর্শকের সামনে হত্যা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অ্যারিস্টটল কথিত ট্রাজেডিতে তা হয় না।

৬. ভাষা নির্মাণে অ্যারিস্টটল কথিত ট্রাজেডি হবে শিল্পগুণসম্পন্ন। কিন্তু শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির ভাষা হবে উচ্চা হারে কবিত্ব সম্পন্ন।

প্রশ্ন ষড়ঙ্গ কি?

উঃ। ট্রাজেডির ৬ টি উপাদানকে ষড়ঙ্গ বলে।

প্রশ্ন শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।

উঃ। অ্যারিস্টটল ট্রাজেডিকে ৪ টি ভাগে ভাগ করেছেন—ক. Complex বা জটিল; খ. Pathetic বা যন্ত্রণার ট্রাজেডি; গ. Ethical বা নৈতিক; ঘ. Simple বা সরল ট্রাজেডি।

প্রশ্ন সাম্প্রতিক বা সরল ট্রাজেডির শ্রেণীবিভাগ কর।

উঃ। ছয়টি ভাগ—

ক. ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডি; খ. রোমান্টিক ট্রাজেডি; গ. ডোমেস্টিক ট্রাজেডি; ঘ. হেরোইক ট্রাজেডি; ঙ. Social; চ. Poetic ট্রাজেডি।

প্রশ্ন ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডির ভাষ্যকার কে?

উঃ। অ্যারিস্টটল।

প্রশ্ন রোমান্টিক ট্রাজেডির ভাষ্যকার কে?

উঃ। শেক্সপীয়র।

প্রশ্ন Social ট্রাজেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। গিরিশ ঘোষের—'প্রফুল্ল'; 'বলিদান'।

প্রশ্ন ডোমেস্টিক বা গার্হস্থ্য বিষাদনাট্যের উদাহরণ দাও।

উঃ। জর্জ ফিলো রচিত—'লণ্ডন মার্চেন্ট'; হেনরিক ইবসেন রচিত 'এ ডলস্ হাউস'।

প্রশ্ন পোয়েটিক ট্রাজেডি বা কাব্য নাটকের উদাহরণ দাও।

উঃ। ড্রিঙ্কওয়াটারের—'দি গড অব কোয়াইট'; জন মেসফিল্ডের 'দি ট্রায়াল অব জোসাস'।

প্রশ্ন হেরোইক ট্রাজেডির উদাহরণ দাও।

উঃ। ড্রাইডেন রচিত— 'All for love'(১৬৭৭) এবং 'Aureng-zebe' (১৬৭৬)।

Scanned with CamScanner

ট্রাজেডির উদ্ভব ও বিকাশের স্তরঃ—

১. ধ্রুপদী গ্রীক ট্রাজেডি— এথেন্স।
২. সেনেকার ট্রাজেডি— রোম।
৩. রোমান্টিক ট্রাজেড়ি ডোমেস্টিক ট্রাজেডি— লণ্ডন।
৪. নব্যধ্রুপদী ট্রাজেডি— ফ্রান্স, জার্মান, ইংলণ্ড।
৫. আধুনিক সামাজিক ট্রাজেডি— নরওয়ে লণ্ডন।
৬. পোয়েটিক ড্রামা—আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড।

ক্লাসিসিজম (Classicism)

প্রশ্ন ক্লাসিসিজম-এর প্রতিশব্দ কি?

উঃ। ধ্রুপদী সাহিত্য বা কালজয়ী সাহিত্য বা চিরায়ত সাহিত্য।

প্রশ্ন ক্লাসিসিজম-এর সংজ্ঞা কি?

উঃ। যে সাহিত্যে থাকে সুসংযত রীতি, গাম্ভির্যপূর্ণ ভাষা ঐতিহ্যের অনুবর্তন, সংযত ভাবের প্রকাশ, তাকেই বলে ক্লাসিসিজম।

প্রশ্ন ক্লাসিসিজমের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে?

উঃ। প্রাচীন গ্রীক রোমান সাহিত্যকে আমরা ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বলে থাকি। ক্লাসিসিজমের উদ্ভব ঘটেছে ৫০০ অব্দ থেকে খ্রিঃপূঃ ৩২৩ অব্দে। ক্লাসিক সাহিত্যের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে। 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক রচনা।

প্রশ্ন ক্লাসিসিজমের সাধারণ সূত্রগুলি কোথায় প্রথম অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল?

উঃ। অ্যারিস্টটলের 'poitics' গ্রন্থে।

প্রশ্ন ক্লাসিসিজম্-এর বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

উঃ। ১. বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষতা; ২. মানব জীবনদর্শের প্রকাশ; ৩. স্থাপত্যধর্মী গঠন রীতি; ৪. যুক্তি বুদ্ধি অভিজ্ঞতা; ৫. ঐতিহ্যের অনুবর্তন; ৬. ধীর-স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি; ৭. সাহিত্যে সমস্থিতি।

প্রশ্ন পাশ্চাত্য সাহিত্যে ক্লাসিসিজমের উদাহরণ দাও।

উঃ। ইলিয়ড, ওডিসি, ভার্জিলের —ইনিড।
মিলটনের—প্যারাডাইস লস্ট।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিসিজমের উদ্ভব কিভাবে?

উঃ। ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক কাব্যের ভাবনা প্রথম ধরা পড়ে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, তারপর মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে।
খ. বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ক্লাসিক রচনা করেন মধুসূদন দত্ত। কাব্যটির নাম— মেঘনাথ বধ কাব্য।

রোমান্টিসিজম্ (Romanticism)

প্রশ্ন রোমান্টিকতা কি?

উঃ। কবি মনের কল্পনা প্রবণাতার অসাধারণ বিকাশই হল রোমান্টিকতা।

প্রশ্ন রোমান্টিকতার লক্ষণগুলি কি কি?

উঃ। ১. ব্যক্তিনিষ্ঠতা; ২. স্বেচ্ছাচারিতা; ৩. গতিশীলতা; ৪. আবেগপ্রবণতা; ৫. সৌন্দর্যপ্রিয়তা;

Scanned with CamScanner

৬. অভিনব প্রকৃতি প্রীতি; ৭. আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা; ৮. প্রচলিত কাব্যাদর্শের বিরোধিতা।

প্রশ্ন রোমান্টিসিজম্-এর উদ্ভব কোথায়?

উঃ। ইংরেজী সাহিত্যে—১৭৯৮ খ্রিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোষিস্তিজের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'লিরিক্যাল ব্যালাস্' গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে রোমান্টিকতার জন্ম হয়।

বাংলা সাহিত্যে—চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে যথার্থ রোমান্টিক কবির নাম কি?

উঃ। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিকতার তুলনা কর।

উঃ। ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজম্ উৎকর্ষ সাহিত্য সম্পর্কিত মতবাদ। ক্লাসিসিজম কথাটির অর্থ হল—চিরন্তনত্ব এবং উৎকর্ষযুক্ত বস্তু। রোমান্টিসিজম্ হল কবি মনের কল্পনা প্রবণতার অসাধারণ বিকাশ। যে সাহিত্য কালজয়ী, যে সাহিত্য সংযত ভাষার ও সুসংহত চিন্ত সম্ভব ও উজ্জ্বল্যে কর্ষিত এবং রীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করার প্রবলতাই ক্লাসিসিজম্। রোমান্টিসিজম্-এর লক্ষণ নির্ধারণ করা যদিও কঠিন ও জটিল। ডালটনের মতে রোমান্টিসিজম্ হল বিস্মর্য রসের পুনরুজ্জীবন। ওরাল্টর কোটার বলেছেন—রোমাণ্টিসিজম্ হল সুন্দরের সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণয়। সমালোচক আরাফোর্ড বলেছেন—"An Entranordinary Development of Imagingtive Sensibility" সুতরাং রোমান্টিসিজম্ হল কবিমনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি।

তাছাড়া ক্লাসিসিজমে থাকে যুক্তিবুদ্ধি অভিজ্ঞতা। রোমান্টিসিজমে থাকে ভাবের যুক্তিহীন উন্মাদনা। ক্লাসিসিজমে ক্লাসিক কল্পনা মানব চরিত্রকে সংহত ও সংযত করে। রোমান্টিকতা মানব চরিত্রকে আন্দোলিত ও সবল করে। ক্লাসিক সাহিত্য হল তন্ময় কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্য হল আত্মগত।

যদিও ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম উভয়ের কোন মৌল বিরোধ নেই এবং দুটি প্রবণতার মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেওয়া যায় না, বেনেদিত্তো ক্রোবোর মতে, "A great poet is of classic and Romantic" তবুও সাধারণভাবে রোমান্টিক আন্দোলনকে পর্যালোচনা করা হয় ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধ অবস্থানে। ধ্রুপদী শিল্প সাহিত্য যেখানে সুখ্যাত সংগঠিত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাখর্য, নির্মাণ করার ত্রুটিহীন প্রয়োগ, বহিঃবর্নের বিশ্লেষণী চিত্রণ ইত্যাদি যেখানে বড়ো, সেখানে রোমান্টিক কবি লেখকের জগৎ অর্ন্তমুখি ও ছায়াময়, তার ভাববস্তু অর্ধস্ফুট, আবেগমণ্ডিত, ব্যঞ্জনাধর্মী।

প্রশ্ন কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে বাংলা কবি ও পদের নাম কর।

উঃ। কলকাতার যীশু—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

প্রশ্ন গতিশীলতা ঘটেছে এমন কয়েকটি রোমান্টিক কবিতার নাম কর।

উঃ। বলাকা, সিন্ধপারে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বনলতা সেন—জীবনানন্দ দাশ।

প্রশ্ন এমন কয়েকটি নাম কর বিষণ্ণ বোধের প্রতিফলন আছে?

উঃ। বিদ্যাপতির কবিতা।

বোধ— ঘোড়সওয়ার। একখানা জাত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন সৌন্দর্যের পিয়াস ঘটেছে।
উঃ। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলাল।
প্রশ্ন **কোন কবিতায় অভিনব প্রকৃতি রীতি দেখা যায়?**
উঃ। জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সোনার তরী' 'রূপসী বাংলা' 'চিত্রা'।
প্রশ্ন **আধ্যাত্ম নিঃসঙ্গতার পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়?**
উঃ। রবীন্দ্রনাথের—'উর্বশী', 'জীবনদেবতা', 'সিন্ধুপারে'।
প্রশ্ন **মানুষের প্রতি বিস্ময় বিমুগ্ধ, শ্রদ্ধা, মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে কোন্ কাব্যে?**
উঃ। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'।
প্রশ্ন **রোমান্টিসিজম্ কোন্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রকাশ ঘটে?**
উঃ। বিহারীলালের—মনসামঙ্গল।
প্রশ্ন **রোমান্টিসিজমের উদ্ভব ঘটেছে কোন্ শব্দ থেকে?**
উঃ। রোমান্স।
প্রশ্ন **রোমান্টিসিজমের বাংলা প্রতিশব্দ কি?**
উঃ। কল্পনা প্রবণতা।
প্রশ্ন **রবীন্দ্র পরবর্তী দুজন রোমান্টিক কবির নাম দাও।**
উঃ। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
প্রশ্ন **ক্লাসিক সাহিত্য-এর ভাগ বর্ণনা কর।**
উঃ। দুটি ভাগ—১. প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য।
২. নিউ ক্লাসিক সাহিত্য।

প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য—১. প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিক সাহিত্য।
২. প্রাচীন রোমান ক্লাসিক সাহিত্য।

নিউ ক্লাসিক সাহিত্য—ইউরোপে কোন শাঁস বা নবজাগরণের পরবর্তী কালের অর্থাৎ সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যে সমস্ত ক্লাসিক কাব্য রচিত হয়েছিল, সেগুলোকেই নিউ ক্লাসিক সাহিত্য বলা হয়।

যেমন—
মিলটন—প্যারাডাইস লস্ট।
মধুসূদন—মেঘনাথ বধ কাব্য।
হেমচন্দ্র—বৃত্রসংহার কাব্য।

রিয়ালিজম্ (Realism)

প্রশ্ন **রিয়ালিজমের প্রতিশব্দ কি?**
উঃ। রিয়ালিজম্ কথাটি এসেছে 'রিয়াল' শব্দ থেকে। 'রিয়াল'-এর অর্থ বাস্তব। তাই রিয়ালিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হল 'বাস্তববাদ'।
প্রশ্ন **রিয়ালিজমের সংজ্ঞা দাও।**
উঃ। জগৎ-জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তবনিষ্ঠ ও যথার্থ রূপে চিত্রিত করাই বাস্তবাদের মূল উদ্দেশ্য।
প্রশ্ন **রিয়ালিজমের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য লেখ।**
উঃ। ক. সমকালিন জীবনের বাস্তবতা যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য সন্নিবেশ।

Scanned with CamScanner

খ. চরিত্র ঘটনা সমূহের বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ।
গ. মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যার বিশ্লেষণ।
ঘ. অলংকার বর্ণিত গদ্য ভাষা।
ঙ. সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখের কথার ব্যবহার।

প্রশ্ন রিয়ালিজমের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ কি?

উঃ। ১. শিল্পের প্রথার ও পুঁজিবাদের আধিপত্য ও নাগরিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা।
২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণীপন্থা পদ্ধতির প্রসার।
৩. দার্শনিক প্রবর্তিত প্রত্যক্ষবাদ।
৪. বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার ও প্রত্যক্ষ জীবকেই চরম সত্য বলে বিবেচনা।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে রিয়ালিজমের উদ্ভব ও উদাহরণ দাও।

উঃ। অনেকের ধারণা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রিয়ালিজমের ক্ষীণ লক্ষণ আছে— বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণণ কীর্তন কাব্যে। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল; চৈতন্যচরিত সাহিত্যে, ভারতের 'অন্নদামঙ্গল'।

প্রশ্ন আধুনিক সাহিত্যে উদাহরণ দাও।

উঃ। কাব্য- ঈশ্বরগুপ্তের খন্ড কবিতায়। নজসেন ও সুকান্তের কবিতায়। (প্রথম রিয়ালিজমে)
নাটক- দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে (প্রথম এক নাটকে রিয়ালিজমের সূত্র গতি)
উপন্যাস- কবীর চোখের বালি, ঘরে বাইরে।
গল্প- দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার স্ত্রীর পত্র দেবী।
শরতের গল্প উপন্যাস।

প্রশ্ন রিয়ালিজমের লক্ষণাক্রাজ সাহিত্য প্রথম কে রচনা করেন?

উঃ। প্রথম সাহিত্য হল- ১৮৫৬ খ্রিঃ প্রকাশিত গোস্তাভের-মাদাম বোভারি।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে রিয়ালিজমের ঘটা কখন থেকে শুরু হয়?

উঃ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে।

প্রশ্ন প্রধানত কোন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য বাস্তবাদী আন্দোলন শুরু হয়? কয়েকজন ব্যাক্তির নাম দাও। কে সর্বাধিক সার্থক ভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন আশ্বস্ত করেছিলেন?

উঃ। বাংলা সাহিত্যে প্রধানত কল্লোল, পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
এই আন্দোলনের কবে কজন পুরোধা ব্যক্তি হলেন-প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখো।
সর্বাধিক সার্থকভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনকে বাংলা সাহিত্যে আশ্বস্ত করেন-জগদীশ গুপ্ত।

প্রশ্ন রিয়ালিজমের চরম রূপ কি ও পরবর্তী রূপ কি?

উঃ। রিয়ালিজমের চরম রূপ ন্যাচারিলিজম্।

Scanned with CamScanner

ন্যাচার‍্যালিজম্ (Naturalism)

প্রশ্ন ন্যাচারিলিজম কাকে বলে?

উঃ। জীবন সম্পর্কে একটা অভিনব ধারণা এবং সেই অভিনবত্ব হল ভাবনার পর্যবেক্ষণে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ তাকে বলে ন্যাচারিলিজম। এর ভাল প্রতিশব্দ হল- যথাস্থিতবাদ। (রবীন্দ্রনাথ)

প্রশ্ন কি থেকে ন্যাচারিলিজমের উদ্ভব?

উঃ। রিয়ালিজম থেকে।

প্রশ্ন কোথায় এবং প্রথম প্রজামা দেখা যায়?

উঃ। চারুশিল্পে।

প্রশ্ন কবি লেখা কোন পিলাসে এও প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে?

উঃ। এথিল জোমা লেখা 'থ্রাইস র‍্যাকুইন'।

প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ন্যাচারিলিজমে কি বলেছেন?

উঃ। 'প্রকৃতি কথা'।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে কোন উপন্যাসে এর প্রকাশ দেখা যায়?

উঃ। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে কোন লেখক যথাস্থিতবাদী লেখক হিসাবে সর্বাধিক সফল?

উঃ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ফ্রান্সের কয়েকজন ন্যাচারালিষ্ট উপন্যাস লেখকের নাম লেখ?

উঃ। এথিলা জোলা, ফ্রাঙ্ক নরিস, স্টিফেল, সিড্রিক ড্রেহজাক।

প্রশ্ন ন্যাচারিলিজমের অন্তর্লীন বস্তুগুলোর নাম কি?

উঃ। যৌনতা, পাশবিক লোভ লালসা, ইন্দ্রিজাতৃষতা, হত্যার প্রবণতা, উন্মত্ততা, উত্তেজনা, পতিতাবৃত্তিক প্রবণতা।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিক?

উঃ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধবেদ গুহ প্রমুখ।

প্রশ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কোন্ কোন্ রচনায় ন্যাচারালিজমের উপকরণ আছে?

উঃ। শহরতলী, পদ্মনদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা।

প্রশ্ন এথিল জোলা ঘটিত কোন্ কোন্ উপনাসে ন্যাচারালিজমের প্রকাশ আছে?

উঃ। থ্রাইস র‍্যাকুকই(১৮৬৭), 'নানা'(১৮৮৯), জাবমিন্যাল(১৮৮৫),।

প্রশ্ন ন্যাচারিলিজমের উদ্ভবে কোন দার্শনিক মতবাদ আছে?

উঃ। ডারউইনের বিবর্তনবাদ।

প্রশ্ন ন্যাচারালিজমের বৈশিষ্ট্য লেখ?

উঃ। ক. ন্যাচারালিজম বা যথাস্থিতবাদ হল রিয়ালিজম বা বাস্তবতাদের চরম স্তর। এতে মানব প্রকৃতির বহিঃরঙ্গ বা প্রকাশসিদ্ধ প্রেম, কল্যান, সৌন্দর্যভাবনা প্রভৃতির প্রকাশ হয় না। খ. এতে মানব প্রকৃতির গভীর গোপন অব্যক্ত বা অপকাশ্য যৌনতা, আত্মহত্যা, হত্যা ইত্যাদি দিকগুলি যথাযথ ভাবে প্রকাশ হয়। গ. রিজালিজমে সেই বাস্তব জীবনের বিজ্ঞানসম্মত চুলচেরা বিশ্লেষণ ঘটে।

প্রশ্ন রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজমের তুলনা কর।

উঃ। রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম উভয়ই সাহিত্যিক মতবাদ। জগৎ জীবন ও প্রকৃতিকে

Scanned with CamScanner

বাস্তবনিষ্ঠ ও যথাযথ রূপে চিত্রিত করাই বাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য। রোমান্টিক ভাব কল্পনায়, আদশবিদ, দূরগামী ও অভিলৌকিক বিস্ময় ও রহস্য ইত্যাদির পরিবর্তে বস্তুজগতের বহিবঙ্গে নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্করথ বাস্তববাদী লেখক শিল্পীদের অভিপ্রায় স্থান-কাল-পাত্রে গুচ্ছ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়নে সামাজিক-আন্তজাতিক রাজনীতিক নানা বিষয় ও সমস্যার উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণে সাম্যবাদী ভাব ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে রিয়ালিস্টরা সৃষ্টি করতে চান সত্যের প্রতীথমানতা বা Versimilitude. এই বাস্তববাদের চরমরূপ ন্যাচারালিজম্। John.D.Tump এর মতে Naturalism is the logical result of Realism. মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু যথাযথ রিয়ালষ্ট ন্যাচারিলিজম্ লক্ষশক্রান্ত, সাহিত্যর লক্ষ্য। সামাজিক অর্থনৈতীক দুর্যোগ, মানুষের জীবনে অসহায়তা, কামনা বাসনার উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি একেবারে অস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করতে চায় ন্যাচারালিজমে। বিজ্ঞানাগারের একটি নমুনা হিসাবে যথাস্থিতবাদী লেখক চরিত্রকে উপস্থিত করেন। তাছাড়া রিয়ালিজমে ভাবনার পিছনে কোন অত্যাধুনিক জীবনদর্শনের কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু ন্যাচারালিজমে আছে উনিশ শতকিয় অর্থনৈতিক পেক্ষাপট ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ।

সুররিয়ালিজম্ (Surrealism)

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজমের অর্থ কি?**

উঃ। সুররিয়ালিজমের অর্থ পরাবাস্তববাদ বা অধিবাস্তববাদ।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজমের এই মতবাদের প্রবর্তক কে?**

উঃ। ফরাসী কবি আঁদ্রে ব্রেতোঁ। ১৯২৪ খ্রিঃ প্রকাশ করেছিলেন। 'Manifest du Surrealism' অর্থাৎ পরাবাস্তববাদের ইস্তাহার।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?**

উঃ। ১৯১৭ তে কবি গিয়স অ্যাপেল্লোনিও।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ এই মতবাদ কোন মতবাদের গর্ভে জন্ম?**

উঃ। ডাভাবাদ।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ এই মতবাদের লক্ষ্য কী?**

উঃ। যুক্তির অনুশাসনের বাইরে মগ্ন চৈতন্যের বাইরে অধিবাস্তব জগৎ রয়েছে সেখানে অবগাহন করে তার অতল রহস্যকে যথাযথ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ মনের কোন দিকটিকে ব্যথা দেয়?**

উঃ। মনের অবচেতন সংঘ।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ কী?**

উঃ। সুরারিয়ালিজম্ হল অবচেতন মন থেকে সৃষ্টি হওয়া এমন সব চিন্তাধারার জগৎ যা সকল প্রকারের যুক্তি ও বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুররিয়ালিজম্ হল যাহার মনে বিশুদ্ধ স্বয়ংক্রিয়া যেখানে স্বপ্ন ও বাস্তবসত্য ও মিথ্যা, ধ্যান ও কর্ম একত্রিত করে প্রকৃতির সাহায্যে নব কাব্যজগৎ রচনা করেন।

প্রশ্ন **সুররিয়ালিজম্ এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

Scanned with CamScanner

উঃ। ১. অবচেতন মনের প্রকাশ। ২. সমাজ নিন্দিত প্রবৃত্তিক প্রকাশ। ৩. প্রচলিত মূল্যবোধের প্রকাশ। ৪. প্রতিক দিকে ভাবনার প্রকাশ। ৫. শব্দ ব্যবহারে বিধি নিষেধ নেই। ৬. দুবোধ রচনা। ৭. ফ্রয়েডির তত্ত্বের প্রকাশ।

প্রশ্ন বাংলা কাব্যে সুররিয়ালিজমের পথিকৃৎ কে?

উঃ। জীবনানন্দ দাশ।

প্রশ্ন বাংলা কাব্যে যাদের কবিভাব সুররিয়ালিজমের প্রকাশ ঘটেছে তাদের উদাহরণ দাও।

উঃ।

নাম	কবিতা
১. জীবনানন্দ দাশ———	'বনলতা সেন', (শ্যামলী, বেড়াল) 'মহাপৃথিবী' কাব্যের -সব, স্বপ্ন।
২. বিষ্ণু দে———	'চোরাবালি' কাব্যের - যযাতি, পঙ্কমুখ, ঘোড়সওয়ার।
৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র———	'হরিণ', 'কালকাত', সাপ।
৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়———	'জরাসন্ধ', 'ঈশ্বর যা কেন জাল', সোনার মাছি খুন করেছি'।

সিম্বলিজম্ ঃ

প্রশ্ন সিম্বলিজম্ এর প্রতিশব্দ কি?

উঃ। প্রতীকবাদ।

প্রশ্ন প্রতীকবাদের লক্ষ্য কী?

উঃ। জড়বাদী বিজ্ঞান ও বাস্তববাদী সাহিত্যাবাদ শেরি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই এই সিম্বলিস্ট কবিগোষ্ঠী প্রতীক ও প্রতীকের মাধ্যমে বস্তুজগতের আপাত গ্রহিতার বাইরে রয়েছে যে ভাবলোক তাকে আভাসিত করতে চাইলেন।

প্রশ্ন প্রতীকবাদের প্রবর্তক কে?

উঃ। যদিও মালার্মে ছিলেন এই আন্দোলনের ঋত্বিক তবুও এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন Jean Moreas, 1886 Septembar Le Figaro.

প্রশ্ন প্রতীকবাদের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ। ১. প্রতীকের প্রয়োগে মনের গভীরে যে আদি মানুষটি আছে তাকে প্রতীকের উন্মোচিত করা হত। ২. ব্রহ্ম ও পরম সৌন্দর্যলোক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। ৩. দৃশ্যমান জগতের ভাষায় অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতাকে রূপ দেন। ৪. যাবতীয় গতি প্রবণতা, অলংকার ব্যবহার ও কল্যাণ বাদী বিন্যাসধারা বর্জন।

প্রশ্ন রিয়ালিজম ও সুররিয়ালিজমের তুলনা কর।

উঃ। রিয়ালিযাজম ও সুররিয়ালিজম দুটিই সাহিত্যের কীর্তি ও মতবাদ। এই দুই মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করলে এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে।

যেমন—

১. রিয়ালিজম রীতির প্রথম শ্রেষ্ঠ বক্তা কার বালজাক ও গুস্তাভ ফ্লবেয়ার। কিন্তু সুররিয়ালিজম রীতির প্রবক্তা হলেন আঁদ্রে ব্রেতোঁ।

২. রিয়ালিজম শব্দটি মূলত দর্শনশাস্ত্র থেকে আগত দর্শনশাস্ত্র থেকে সাহিত্যের এই শব্দটি ব্যাপক প্রচলন ঘটে এবং ফরাসি সাহিত্যে এই রিয়ালিজমের প্রাণ প্রতিষ্টা ঘটে। অন্যদিকে সুররিয়ালিজম শব্দটি ব্রেতোঁ পেয়েছিলেন অ্যাভোলোনিওরের ঘটনায়।

৩. শশীভূষণ দাশগুপ্ত ইংরেজী রিয়ালিজমের প্রতিশব্দ হিসেবে বাস্তবতা শব্দটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। তিনি বলেছেন যে আধুনিক শব্দের মতো রিয়ালিজম্ শব্দটিও আপেক্ষিক। তার মতে প্রতিটি যুগের সাহিত্যই সে যুগের চোখে ছিল বাস্তব। অন্যদিকে সুরারিয়ালিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে অধিবাস্তবতাবাদ বা পরাবাস্তবতাবাদ শব্দদুটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বর্তমান সাহিত্য সমালোচকদের মতে সুরারিয়ালিজমের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ পরাবাস্তবতাবাদ। কারণ তাদের মতে, স্বপ্নে যেমন অর্ধবেতন ও অবচেতনের জগৎ ধরা পড়ে এলোমেলো চিত্র ও কল্পনায়, তেমনি কবিতা ও ছবি যদি প্রকৃত বাস্তবকে প্রকাশ করতে চায়, তাহলে তাকেও চেতন মনের যুক্তি পারম্পর্য উপেক্ষা করে মগ্ন চেতনার থেকে উঠে আসা অনুভবকে ঢাকা দিতে হবে।

৪. ইংরেজী সাহিত্যের ডিকেন্স, হেনরি জেমস্-এর মতো বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দোপাধ্যায় এক হাতে বাস্তবতা অসাধারণ রূপ পায়। ইংরেজী সাহিত্যে আদ্রো ভেতোঁ, হেনরি, মিলার প্রমুখ লেখকদের মতো বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়।

৫. 'হঠাৎ রিয়ালিজম্ রীতির সমলকেরা এ জাতীয় রচনার নাম দেন Automatic writing বা স্বতস্ফূর্ত রচনা। রিয়লিজম্কে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে রয়েছে Capritical Realism বা মানবপ্রেমিক বাস্তবতা। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথাই বলেছেন। আর যারা বাস্তবকে গতিশীল সত্য বলে মনে করে মানুষের সর্বগ্রাসী চেতনা ও নিরন্তর সংগ্রামের ছবি বিশ্বাস ও সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন তারাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চিত্রকর। কিন্তু এই দুই বৈশিষ্ট্য পরাবাস্তববাদে পাওয়া যায় না।

৬. রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে প্রান্তসীমায় পৌঁছে স্বীকার করেছিলেন যে বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয় একটা ফাঁকি। কিন্তু বস্তুপিড়ের ভারও বাহুল্য বাস্তবতা নয়। সেখানে মুখ বিষয় রসের নিত্যতা। যার অভাবে সাহিত্য হয়ে পড়ে শ্লোগান। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে ছিল বিষয়ের ও রীতির বাস্তবতা। যুগে যুগে মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের নিরন্তর টানাপোড়েনে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সুরারিয়ালিজমে যেহেতু অবচেতনার বিষয় বিশ্লেষিত হয়, সে কারণে অবচেতণার প্রভাবে সাহিত্যের যেকোন শাখার রচনায় শৃঙ্খলা থাকে না। যুক্তিও নীরব হয়ে যায়, স্বপ্নের মতই তা হয় এলোমেলো এবং পারম্পর্যহীন।

মহাকাব্য (Epic)

প্রশ্ন Epic কোন্ শব্দ থেকে উৎপত্তি? এর অর্থ কি?

উঃ। Epic শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Epicos' বা 'Epos' থেকে। গ্রীক শব্দ

Scanned with CamScanner

'Epos' শব্দের অর্থ 'শব্দ' বা 'গান'।

প্রশ্ন পৃথিবীতে বিখ্যাত Epic কি কি?

উঃ। হোমার—ইলিয়ড ও ওডিসি।

প্রশ্ন Epic কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ। Epic দুই প্রকার—ক. Primary Epic বা Authentic Epic (গিলগেমেশ) রামায়ন-মহাভারত বা Epic of growth.

খ. সাহিত্যিক বা Literary Epic. মধুর 'মেঘনাধ বধ' ও মিলটন রচিত 'প্যারাডাইস লস্ট'।

প্রশ্ন Epic কাকে বলে?

উঃ। মহাকাব্য বলতে বোঝায় এক সুদীর্ঘ বীরগাথা, যা এক বা একাধিক নায়কের অসামান্য কীর্তিকলাপে মহিমোজ্জ্বল আখ্যায়িকার মধ্যে দিয়ে একটি দেশ বা জাতির সমগ্র ঐতিহ্য বা ভাবাদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলে। অর্থাৎ কোন একটি দেশ বা কালের বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশই হল মহাকাব্য।

প্রশ্ন Primary Epic কি? (Epic of growth)

উঃ। যুগে যুগে অজ্ঞাতনামা কবিদের কল্পনায় জাত ও প্রসঙ্গে দেশ বা জাতির জীবন চর্যার ঐতিহ্যবাহী যে মহাকাব্য তাকে বলা হয় Primary Epic বা Authentic Epic.

প্রশ্ন Literary Epic কি? (বা Epic of Art বা Secondary Epic)

উঃ। যে কাব্যে কোন এক জাতির কোন এক যুগের মহৎ মানসিকতা সমৃদ্ধ একজন কবির রচিত কাব্যই হল সাহিত্যিক মহাকাব্য।

প্রশ্ন পাশ্চাত্য মহাকাব্যের লক্ষণ কি কি?

উঃ। অ্যারিস্টটলের মতে মহাকাব্যের নিম্নে বৈশিষ্ট্য ঃ—

১. মহাকাব্য হবে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত নাট্যধর্মী, বিকৃতিমূলক পূর্ণাঙ্গ কাহিনী।

২. একজন নায়কের ঘটনা নিয়ে মহাকাব্য রচিত হয়।

৩. একটি প্রধান কাহিনীর অংশ স্বরূপ থাকবে উপকাহিনী।

৪. একই প্রকার ছন্দ বীরত্ব ব্যঞ্জক ব্যবহার করা দরকার।

৫. ফিলিপস্ সিডনির মতে মহাকাব্যের প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদের মনকে যেমন মহৎভাবে উদ্‌বোধিত করে, জ্ঞানসঞ্চার করে, তেমনি মহৎ চরিত্রের সুউচ্চ বর্ণনা আমাদের মনে মহৎ হওয়ার বাসনা জাগ্রত করে। মহাকাব্যের বিষয় হবে প্রেম ও বীরত্ব।

প্রশ্ন মহাকাব্যের বিবর্তনের ইতিহাসে কটি স্তর লক্ষ্য করা যায় ও কি কি?

উঃ। সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা মহাকাব্যের বিবর্তন ধারার ইতিহাসে পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করেছেন। যথা—

১. গীত ও নৃত্য সংবলিত আদিরূপ। যার সাহায্যে আদিম মানুষ নিজ নিজ জীবনের টানা ঘটনাকে শিল্পে ফুটিয়ে তুলত।

২. বিবৃতিমূলক আখ্যায়িকা বা ব্যালাড। (ময়মনসিংহ গীতিকাব্য)

৩. প্রাচীন মহাকাব্য।

৪. আলংকারিক ও ব্যঙ্গ মহাকাব্য।

প্রশ্ন জাতিয় মহাকাব্যের লক্ষণ কি কি?

উঃ। এই কাব্য আকারে অত্যন্ত বড়। কাহিনী, চরিত্র, বক্তব্য, ভঙ্গিমা, সাধারন স্তরের

Scanned with CamScanner

অনেক উর্দ্ধে। রবীর মতে, এই শ্রেণীর কাব্যে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ স্পষ্ট চিত্রের মত ফুটে ওঠে। রবীর মতে সারা বিশ্বে জাতীয় মহাকাব্যের সংখ্যা ৪টি— রামায়ন-মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডিসি, এই সব কাব্যে দেশ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন প্রাচ্যমতে মহাকাব্যের লক্ষণ কি?

উঃ। প্রাচ্য মত বলতে সংস্কৃত মহাকাব্য সম্বন্ধে আলংকারিকদের মতই বিবেচ্য। ষষ্ঠ শতকে দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্যের যে সব লক্ষণের কথার উল্লেখ করেছেন তা হল—১. স্বর্গসন্ধে মহাকাব্য রচিত হবে; ২. স্বর্গের শুরুতে থাকবে আশীবর্ষণ, নমস্কার প্রভৃতি; ৩. মহাকাব্যের কাহিনী হবে 'ইতিহাস উপজীব্য; ৪. মহাকাব্যে চতুবর্গ ফললাভ হবে; ৫. প্রতি স্বর্গের নামাঙ্কন প্রয়োজন; ৬. এ কাব্যের নায়ক হবে উদাত্ত, ধীয়ান, বীর; ৭. বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত এ কাব্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, ছয় ঋতু, মানব জীবনের নানা অনুষ্ঠান— সব কিছুর বর্ণনা থাকবে; ৮. অলংকৃত বাক্যে মহাকাব্য রচিত হবে; ৯. এক একটি সর্গ একটি ছন্দেই রচিত হবে, সর্গের শেষে অন্য ছন্দ থাকতে পারে; ১০. প্রতি সর্গে কমপক্ষে পঁচিশ, সর্বাধিক তিনশ শ্লোক থাকতে পারে। ১১. মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে তবে ত্রিশের বেশি সর্গ থাকবে না; ১২. নিসর্গ প্রকৃতির ও পরিপার্শ্বের খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকবে; ১৩. কবি বা আখ্যান বা নায়কের নাসানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ করা হবে; ১৪. সর্গের মধ্যে বিবৃত নানা বিষয় অনুসারে সর্গের নামকরণ হতে পারে।

প্রশ্ন মহাকাব্যের সঙ্গে ট্রাজেডির তুলনা কর।

উঃ। মহাকাব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর নির্মাণকলা তথা Poetics-এর ২৩ ও ২৪-তম অধ্যায়ে কিছু আলোকপাত করেছিলেন, নাটক তথা ট্রাজেডির সঙ্গে আখ্যানকাব্য Epic -এর তুলনা করতে গিয়ে এই মানুষেরই সর্বশেষ অধ্যায়ে এদুটি কাব্যরূপের মধ্যে কোনটি উন্নততর সে বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন—কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও উভয় রচনারই বিষয় অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক, মহৎ ও গভীর কোন পৌরাণিক; ঐতিহাসিক কাহিনী যা আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত এক অখণ্ড ও সংহত সৃষ্টি। তবে Epic বর্ণনাত্মক কাব্য যাতে উচ্চ বাংলাজাত। ধীরোদাত্ত নায়কের জীবন ও কীর্তি এক বিরোচিত ছন্দে পরিবেশিত হয়।

ট্রাজেডির মত এপিক একটি সম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ রচনা যার কাহিনী গ্রন্থন হতে পারে সরল অথবা জটিল। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে 'সঙ্গীত ও দৃশ্য' এপিকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। ট্রাজেডির দৃশ্য নির্ভর ও অভিনয়ের বস্তু; কাল তাতে শব্দ প্রয়োগ বা Dicti Epic -এর তুলনায় অনেক বেশী গুণেরপূর্ণ বর্ণনাত্মক বলেই Epic-এ বিভিন্ন স্থানে ঘটমান নানা ঘটনাকে একই সঙ্গে তুলে ধরা যায়, যা ট্রাজেডির সম্ভব নয়। আর এর ফলে এপিকের মহিমাময়তা ও গাম্ভীর্য ট্রাজেডির থেকে অনেক বেশী।

প্রশ্ন জাতীয় মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের তুলনা কর।

উঃ। ১. জাতীয় মহাকাব্য সমগ্র দেশে জাতির যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের বিষয় আশ্রয়ি কাব্য। আর সাহিত্যিক মহাকাব্য কোন এক জাতির কোন এক যুগের মহৎ মানসিকতা সম্বন্ধে কাব্য।

২. জাতীয় মহাকাব্য বহু মানুষের ও মনীষার ভাবনার সম্বন্ধে হয়ে যুগে যুগে গড়ে

Scanned with CamScanner

অনেক উর্দ্ধে। রবীর মতে, এই শ্রেণীর কাব্যে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ স্পষ্ট চিত্রের মত ফুটে ওঠে। রবীর মতে সারা বিশ্বে জাতীয় মহাকাব্যের সংখ্যা ৪টি—রামায়ন-মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডিসি, এই সব কাব্যে দেশ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন প্রাচ্যমতে মহাকাব্যের লক্ষণ কি?

উঃ। প্রাচ্য মত বলতে সংস্কৃত মহাকাব্য সম্বন্ধে আলংকারিকদের মতই বিবেচ্য। ষষ্ঠ শতকে দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্যের যে সব লক্ষণের কথার উল্লেখ করেছেন তা হল—১. স্বর্গসন্ধে মহাকাব্য রচিত হবে; ২. স্বর্গের শুরুতে থাকবে আশীবর্ষণ, নমস্কার প্রভৃতি; ৩. মহাকাব্যের কাহিনী হবে 'ইতিহাস উপজীব্য; ৪. মহাকাব্যে চতুবর্গ ফললাভ হবে; ৫. প্রতি স্বর্গের নামাঙ্কন প্রয়োজন; ৬. এ কাব্যের নায়ক হবে উদাত্ত, ধীয়ান, বীর; ৭. বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত এ কাব্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, ছয় ঋতু, মানব জীবনের নানা অনুষ্ঠান—সব কিছুর বর্ণনা থাকবে; ৮. অলংকৃত বাক্যে মহাকাব্য রচিত হবে; ৯. এক একটি সর্গ একটি ছন্দেই রচিত হবে, সর্গের শেষে অন্য ছন্দ থাকতে পারে; ১০. প্রতি সর্গে কমপক্ষে পঁচিশ, সর্বাধিক তিনশ শ্লোক থাকতে পারে। ১১. মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে তবে ত্রিশের বেশি সর্গ থাকবে না; ১২. নিসর্গ প্রকৃতির ও পরিপার্শ্বের খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকবে; ১৩. কবি বা আখ্যান বা নায়কের নাসানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ করা হবে; ১৪. সর্গের মধ্যে বিবৃত নানা বিষয় অনুসারে সর্গের নামকরণ হতে পারে।

প্রশ্ন মহাকাব্যের সঙ্গে ট্রাজেডির তুলনা কর।

উঃ। মহাকাব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর নির্মাণকলা তথা Poetics-এর ২৩ ও ২৪-তম অধ্যায়ে কিছু আলোকপাত করেছিলেন, নাটক তথা ট্রাজেডির সঙ্গে আখ্যানকাব্য Epic -এর তুলনা করতে গিয়ে এই মানুষেরই সর্বশেষ অধ্যায়ে এদুটি কাব্যরূপের মধ্যে কোনটি উন্নততর সে বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন—কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও উভয় রচনারই বিষয় অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক, মহৎ ও গভীর কোন পৌরাণিক; ঐতিহাসিক কাহিনী যা আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত এক অখণ্ড ও সংহত সৃষ্টি। তবে Epic বর্ণনাত্মক কাব্য যাতে উচ্চ বাংলাজাত। ধীরোদাত্ত নায়কের জীবন ও কীর্তি এক বিরোচিত ছন্দে পরিবেশিত হয়।

ট্রাজেডির মত এপিক একটি সম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ রচনা যার কাহিনী গ্রন্থন হতে পারে সরল অথবা জটিল। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে 'সঙ্গীত ও দৃশ্য' এপিকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। ট্রাজেডির দৃশ্য নির্ভর ও অভিনয়ের বস্তু; কাল তাতে শব্দ প্রয়োগ বা Dicti Epic -এর তুলনায় অনেক বেশী গুণেরপূর্ণ বর্ণনাত্মক বলেই Epic-এ বিভিন্ন স্থানে ঘটমান নানা ঘটনাকে একই সঙ্গে তুলে ধরা যায়, যা ট্রাজেডির সম্ভব নয়। আর এর ফলে এপিকের মহিমাময়তা ও গাম্ভীর্য ট্রাজেডির থেকে অনেক বেশী।

প্রশ্ন জাতীয় মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের তুলনা কর।

উঃ। ১. জাতীয় মহাকাব্য সমগ্র দেশে জাতির যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের বিষয় আশ্রায়ি কাব্য। আর সাহিত্যিক মহাকাব্য কোন এক জাতির কোন এক যুগের মহৎ মানসিকতা সম্বন্ধে কাব্য।

প্রশ্ন—২৩ ২. জাতীয় মহাকাব্য বহু মানুষের ও মনীষার ভাবনার সম্বন্ধে হয়ে যুগে যুগে গড়ে

Scanned with CamScanner

উঠে একটা বিশিষ্ট কাঠামো পেয়েছে, আর সাহিত্যিক মহাকাব্য একলা কবির কাব্য।

৩. জাতীয় মহাকাব্য যুগের সৃষ্টি নয়, যুগ সৃষ্টি করে সাহিত্যিক মহাকাব্য যুগের প্রয়োজনে বিশেষ বক্তব্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।

৪. জাতীয় মহাকাব্য প্রধানত বীর রসাত্মক হয়ে থাকে— তবে ভারতের দুটি জাতীয় মহাকাব্যে একটি করুণ ও অন্যটি শান্তয় প্রধান। সাহিত্যিক মহাকাব্যে করুণ, শৃঙ্গার বা শান্ত রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৫. জাতীয় মহাকাব্য অলংকার শাস্ত্রের বন্ধন মেনে সৃষ্ট নয় অলংকার শাস্ত্রে এ সম্পর্কে ধারণা করার সহায়তা করে সাহিত্যিক মহাকাব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রের শাস্ত্রের বন্ধনযুক্ত।

৫. জাতীয় মহাকাব্য অলংকার শাস্ত্রের বন্ধন মেনে সৃষ্ট নয় অলংকার শাস্ত্রে এ সম্পর্কে ধারণা করার সহায়তা করে সাহিত্যিক মহাকাব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রের শাস্ত্রের বন্ধনযুক্ত।

Scanned with CamScanner